(আমীরে আহলে সুন্নাত ﷺ এর লিখিত কিতাব
"আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা (মক্কা মদীনার যিয়ারত সম্বলিত)"
থেকে নেয়া বিষয়বস্তুর ষষ্ঠ অংশ)

প্রসিদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা" কিতবের ৭৫-৯৮ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রসিদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

আত্তারের দোয়া

হে দয়ালু প্রতিপালক! যে কেউ পুস্তিকা **"প্রসিদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা"** পড়ে বা শুনে নিবে, তার অন্তর থেকে প্রসিদ্ধ হওয়া আকাঙ্ক্ষা বের করে তাকে একনিষ্ঠতা ও বিনয়ের প্রতিচ্ছবি বানিয়ে দাও আর তার উপর স্থায়ীভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। اٰمِين

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন। (মুসলিম, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অভিনব পন্থায় নফসকে বশ

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ মুরতায়িশ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: "আমি অনেক বার হজ্ব করেছি এবং প্রায় প্রতি বারেই সফর করেছি কোন রকম পাথেয় ছাড়াই। অতঃপর আমি বুঝতে পারলাম যে, এসব তো আমার নফসেরই প্রতারণা ছিলো। কেননা, একবার আমাকে আমার মা পানির কলসি ভরে আনার আদেশ করেছিলেন, তখন সেই আদেশটি আমার নফস কষ্টসাধ্য বলে মনে করেছিলো, কাজেই আমি বুঝে নিয়েছি যে, হজ্বের সফরেও আমার নফস আমার সঙ্গ শুধুমাত্র নিজের স্বাদের কারণেই দিয়েছে এবং আমাকে প্রতারণার ফাঁদেই রেখে দিয়েছে। কেননা, আমার নফস যদি নিঃশেষ হয়ে

www.dawateislami.net

যেতো, তবে আজ একটি শরীয়াতের হক পূর্ণ করাতে (মায়ের আদেশ মানাতে) তার (নফসের) এতই কষ্টসাধ্যও মনে হবে কেন?"

(আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ইবাদতের কষ্টকে সহজ করে দেয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা লক্ষ্য করলেন যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কী ধরনের মাদানী চিন্তা করতেন আর কী ধরনের বিনয় ভাব পোষণ করতেন। অনেকের অভ্যাস এমন রয়েছে যে, সাধারণ লোকদের সাথে নত হয়ে মেলামেশা করে এবং তাদের সাথে একাকার হয়ে যায়। কিন্তু পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং সন্তান-সন্ততিদের সাথে তার আচরণ ভয়ংকর ও অভদ্র এবং কখনো কখনো মারাত্মক মনবেদনা দায়ক! কেন? এজন্য যে, সাধারণের সাথে উত্তম আচরণ করলে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা যায়। পক্ষান্তরে ঘরে ভাল ব্যবহার করাতে ইজ্জত ও খ্যাতি অর্জনের বিশেষ কোন আশা নাই! তাই এসব লোকেরা জনসাধারণের নিকট প্রিয়ভাজন হয়ে থাকে! অনুরূপ যেসব ইসলামী ভাইয়েরা মুস্তাহাব কার্যাদির জন্য অগ্রগামী হয়ে কোরবানী প্রদর্শন করে কিন্তু ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদিতে অলসতা করে। যেমন, পিতা-মাতার আনুগত্য, শরীয়াত অনুযায়ী সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা সহ নিজের ইলম অর্জন করার ন্যায় ফরয কাজটিতেও উদাসীনতায় পর্যবসিত করে রাখে, সেসব ভাইদের জন্যও এই ঘটনাটিতে শিক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল বিদ্যমান রয়েছে। বাস্তবতা হলো; যেসব নেক কাজে "খ্যাতি অর্জিত হয় এবং বাহাবা পাওয়া যায়" সেসব কাজ কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও সহজতর উপায়ে করে নেয়া যায়। কেননা, সুখ্যাতির কারণে অর্জিত স্বাদ যে কোন ধরনের কঠিন কষ্টকেও সহজ করে দেয়। মনে রাখবেন! "প্রসিদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা" ধ্বংস ছাড়া কিছুই ডেকে আনে না। শিক্ষাগ্রহণের জন্য **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) "**আল্লাহ্ পাকের** আনুগত্যকে (ইবাদতকে) বান্দার পক্ষ থেকে অর্জিত হওয়া প্রশংসা লাভের আগ্রহের সাথে মেশানো থেকে সতর্ক থাকো, তোমাদের

www.dawateislami.net

আমল যেন নষ্ট হয়ে না যায়।" (ফিরদাউসুল আখবার, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৫৬৭) (২) "দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছাগলের পালে সেই পরিমাণ ক্ষতি সাধন করতে পারে না, যেই পরিমাণ ক্ষতি ধন-সম্পদ ও সুখ্যাতি অর্জনের লোভ মুসলমানদের দ্বীনে করে থাকে।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৩৮৩)

প্রসিদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

ইহইয়াউল উলূম তৃতীয় খন্ডের ৬১৬, ৬১৭ পৃষ্ঠা থেকে '**প্রসিদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা**' সম্পর্কিত কিছু মাদানী ফুল আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছেঃ "(রিয়া ও প্রসিদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা) নফসকে ধ্বংস করে দেয় এমন সর্বশেষ কাজ এবং বাতেনী প্রতারণাসমূহের অন্তর্ভূক্ত। এতে ওলামায়ে দ্বীন, ইবাদতগুজার এবং আখিরাতের পথ অতিক্রমকারী অনেক লোককে জড়ানো হয়, এভাবে যে, এই ব্যক্তিরা অনেক সময় খুবই চেষ্টা করে ইবাদত করা, নফসের চাহিদাকে আয়ত্বে রাখা বরং সন্দেহ জনক কাজগুলো থেকেও নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে সফলতা অর্জন করেন, নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রকাশ্য গুনাহ থেকেও বাঁচিয়ে নেন, কিন্তু জনসাধারণের সম্মুখে নিজের নেক আমলগুলো, দ্বীনের কাজগুলো এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করার প্রচেষ্টা যেমন, আমি এমন করলাম, তেমন করলাম, ওখানে বয়ান ছিলো, এখানে বয়ান রয়েছে, বয়ান করার জন্য (নাত পরিবেশনের জন্য) অমুক অমুক তারিখগুলো আগে থেকে 'বরাদ্দ' হয়ে গেছে, মাদানী মাশওয়ারায় এত রাত হয়ে গেছে, আরাম করতে পারিনি বলে ক্লান্তির কারণে গলার আওয়াজ বসে গেছে, মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে, এতগুলো মাদানী কাফেলায় সফর করেছি, মাদানী কাজের জন্য অমুক অমুক শহর বা দেশে সফর করেছি ইত্যাদি প্রকাশ করার মাধ্যমে নিজের মনে প্রশান্তি পেতে চান, নিজের ইলম ও আমল প্রকাশ করে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে চান এবং তাদের পক্ষ থেকে সম্মান, মর্যাদা, বাহবা ইত্যাদির স্বাদ নিয়ে থাকেন। গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি যখনই অর্জিত হতে থাকে, তখনই

www.dawateislami.net

তাদের নফস বাসনা করে যে, ইলম ও আমল লোকদের কাছে বেশি বেশি করে প্রকাশ হওয়া দরকার, তবেই মান সম্মান আরো বাড়বে। কাজেই তারা নিজের নেকী ও ইলম মানুষের মাঝে আরো অধিকহারে প্রকাশ করার উপায় খুঁজতে থাকে এবং **আল্লাহ্ পাকের** জানার প্রতি যে, আমার **প্রতিপালক আল্লাহ্ পাক** আমার আমল দেখছেন এবং **তিনিই** আমার প্রতিদান দাতা, এতে পরিতৃপ্ত থাকতে পারে না, বরং তারা এতেই আনন্দিত যে, লোকজন তাদের প্রশংসা করবে এবং বাহবা দেবে আর স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রশংসার প্রতি পরিতৃপ্ত হয় না। নফস একথা ভালভাবেই জানে যে, লোকজন যখন একথা জানতে পারবে যে, অমুক বান্দাটি নফসের চাহিদা ত্যাগ করে চলেন, সন্দেহের বিষয়াদি পরিহার করে চলেন, **আল্লাহ্ পাকের** পথে খুবই টাকা পয়সা খরচ করেন, ইবাদতের বেলায় অনেক কষ্ট সহ্য করেন, খোদাভীরুতা ও ইশ্‌কে রাসূলে খুবই আহাজারি করেন, চোখের পানি ফেলেন, মাদানী কাজের সাড়া জাগান, লোকজনের সংশোধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, মাদানী কাফেলায় বেশি বেশি সফর করেন এবং করান, মুখ, পেট ও চোখের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে রাখেন, প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাতের এত এত দরস দিয়ে থাকেন, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা, সদায়ে মদীনা, নিয়মিত মাদানী দাওরা করেন, তা হলে সেসব বান্দাদের মুখে তাদের খুব সুখ্যাতি ও প্রশংসা হতে থাকবে, তারা তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে, তাদের সাথে সাক্ষাত এবং মুসাফাহা করাকে সৌভাগ্যের বিষয় আর আখিরাতের জন্য উপকারী বলে মনে করবে। দোকানে বা ঘরে বরকতের জন্য 'কদম রাখার', গিয়ে দোয়া করে দেয়ার, চা খাওয়ার, খাবারের দাওয়াত গ্রহনের জন্য খুবই বিনয় সহকারে আবেদন করবে, তার কথা মত চলাতে উভয় জগতের সফলতা বলে মনে করবে, যেখানে দেখবে তার খেদমত করবে, সালাম দেবে, তার উচ্ছিষ্ট খাবার খাওয়ার জন্য উৎসাহী থাকবে, তার উপহার বা তার হাতের সাথে স্পর্শ হওয়া কোন জিনিস পাওয়ার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করবে, তার দেওয়া জিনিসে চুমু খাবে, তার হাতে পায়ে চুমু

www.dawateislami.net

খাবে, সম্মানের সাথে 'হযরত', 'হুযুর', 'ইয়া সাইয়েদী', 'জনাব' ইত্যাদি উপাধী দ্বারা অত্যন্ত ভীত কণ্ঠে বিনয়ের সাথে সম্বোধন করবে এবং নিম্ম স্বরে কথাবার্তা বলবে। হাত জোর করে মাথা নত করে দোয়ার জন্য আবেদন করবে, মজলিসে তার আগমনে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাবে, তাকে সম্মানের জায়গায় বসাবে, তার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়াবে, তার পূর্বে আহার শুরু করবে না, অত্যন্ত বিনয় সহকারে উপহার ও সম্মানী পেশ করবে, তার সামনে বিনয় পূর্বক নিজেকে তুচ্ছ ও হীন (খাদিম, গোলাম) হিসাবে প্রকাশ করবে, বেচা-কেনা ও বিভিন্ন লেনদেনে তার সাথে মানবতা দেখাবে, তাকে উন্নতমানের জিনিস দিবে এবং তা সস্তায় বা বিনামূল্যে দিয়ে দেবে, তার যে কোন কাজে তাকে সম্মান করতে গিয়ে ঝুকে যাবে, লোকদের এমন ভক্তিপূর্ণ আচরণে নফস অত্যন্ত স্বাদ পায় আর এ হলো সেই স্বাদ যা সমস্ত কামনা-বাসনার চেয়ে অগ্রগামী। এ ধরনের ভক্তিজনিত স্বাদের কারণে গুনাহ ছেড়ে দেওয়া তার জন্য সহজ বলে মনে হয়। কেননা, 'প্রসিদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা'র রোগীকে দিয়ে নফস গুনাহ করানোর স্থলে উল্টো বুঝায় যে, দেখ গুনাহ করলে ভক্তরা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে! তাই নফসের সহযোগিতায় ভক্তদের মধ্যে নিজেদের সম্মান অটুট রাখার বাসনার কারণে ইবাদতে স্থায়িস্ত পাওয়ার কষ্ট তার কাছে সহজ ও হালকা বলে মনে হয়। কেননা, সে বাতেনীভাবে স্বাদ সমূহের স্বাদ এবং সকল কামনার বড় কামনা (অর্থাৎ জনগণের ভক্তির কারণে পেতে থাকা স্বাদ) পূরণের স্বাদকে চিনে নেয়, সে এই ভেবে আনন্দ পায় যে, তার জীবন **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টি এবং **তাঁরই** ইচ্ছা অনুযায়ী অতিবাহিত হচ্ছে, অথচ তার জীবন সেই (সুখ্যাতি ও প্রশংসার গোপন) বাসনার মাধ্যমেই অতিবাহিত হচ্ছে। যা বুঝা অতি বুদ্ধিমানের পক্ষেও সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে **আল্লাহ্ পাকের** ইবাদতে নিজেকে একনিষ্ঠ মনে করে এবং নিজেকে **আল্লাহ্ পাকের** হারামকৃত কাজ থেকে বেঁচে থাকা লোক বলে মনে করে! অথচ এমনটি নয়, বরং সে তো মানুষের সামনে সুন্দর সাজগোজ আর কৃত্রিমতার মাধ্যমে স্বাদ নিচ্ছে, সে যা ইজ্জত ও সুখ্যাতি পাচ্ছে তাতে সে বড়ই খুশি।

www.dawateislami.net

এভাবে ইবাদত ও নেক আমলের সাওয়াব বিনষ্ট হচ্ছে এবং তার নাম মুনাফিকদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে দেওয়া হয়, অথচ সেই মুর্খ লোকটি এইরূপ মনে করে যে, সে **আল্লাহ্ পাকের** নৈকট্য লাভ করেছে!

মেরা হার আমল বস তেরে ওয়াস্তে হো,
কর ইখলাস এয়সা আতা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিজের মুখে নিজেকে উত্তম উক্তিকারী হাজীদের উদ্দেশ্যে মাদানী ফুল

কিছু সম্পদশালী ব্যক্তি বার বার হজ্ব ও ওমরায় গমন করে এবং সংখ্যাও মনে রাখে, বিনা প্রয়োজনে প্রায় সময় জিজ্ঞাসা না করলেও নিজের ওমরা ও হজ্বের সংখ্যা বলে বেড়ায় এবং মদীনায় সফরের বিভিন্ন ধরনের কাহিনী শুনায়, তাদের এই অনুভূতিই নাই যে, এসবের মাধ্যমে সে রিয়ার ধ্বংসযজ্ঞে না পড়ে যায়! হাতীম শরীফে প্রবেশ করাও মূলতঃ কাবা শরীফে প্রবেশ করারই সমান, এ কাজটি যে কেউই করতে পারে। কিন্তু তার আলোচনা কেউ করে না। যদি কেউ কাবা শরীফের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন কিংবা কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সোনালী জালীর ভেতর প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যায়, তা হলে নিজের মুখে নিজের সেই মর্যাদার কথা বর্ণনা করতে দ্বিধা বোধ করে না। অনুরূপ কেউ কেউ নিজের মর্যাদার কথা এমনভাবেও বর্ণনা করতে শোনা যায়, সাহেব! সেখানে আমি যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। মনের যে কোন বাসনা সেখানে পূর্ণ হয়েছে। অমুকের সাথে দেখা করার ইচ্ছা ছিলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা পেয়ে গেছি ইত্যাদি। এভাবে নিজের মুখে নিজেকে উত্তম বানিয়ে এরা মনে করে থাকতে পারে যে, তাদের সম্মান বাড়বে, অথচ ব্যাপারটি তেমন নয়। কেউ কেউ তার কথায় এমনও ভাবতে পারে যে, এই হাজী সাহেব সম্মানিত স্থানগুলোর বর্ণনা করার পাশাপাশি নিজের 'কারামাত'ও শোনাতে চাচ্ছেন! তবে হ্যাঁ!

www.dawateislami.net

নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কিংবা অন্যকে উৎসাহিত করার জন্য **আল্লাহ্ পাকের** পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নিজের নেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করাতে কোন বাধা নাই। মোট কথা, প্রত্যেককে নিজের নিয়্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে, আমি অমুক কথাটি কেন বলছি। এ কথাটি বলাতে যদি আখিরাতের কোন উপকারিতা থেকে থাকে, তাহলে বলবে, না হয় চুপ থাকবে। **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে **আল্লাহ্** ও কিয়ামতের উপর ঈমান রাখে, তার উচিত যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"

(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬০১৮)

নিজের হজ্ব ও ওমরার সংখ্যা বলা কি গুনাহের কাজ?

নিজের হজ্জ ও ওমরার সংখ্যা বর্ণনা করা কখনো গুনাহ নয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ নিশ্চয় আমল তার নিয়্যতের উপরই নির্ভরশীল।" (বুখারী, ১ম খন্ড, ২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১) কেউ যদি **আল্লাহ্ পাকের** নেয়ামতের আলোচনা করার নিয়্যতে নিজের হজ্বের সংখ্যা বর্ণনা করে তবে অসুবিধা নাই। কিন্তু দ্বীনের ইলম সহ সৎসঙ্গের অভাব জনিত কারণে বর্তমান যুগে নিয়্যতের পরিশুদ্ধি প্রায় দুর্লভ এবং রিয়ার আশংকা বেশি হয়ে গেছে। মনে করুন! আপনি জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও কাউকে বললেন যে, "আমি দুইবার হজ্ব করেছি।" এই কথায় সে যদি জিজ্ঞাসা করে বসে যে, "জনাব! আমাকে এই কথাটি বলার কী দরকার ছিলো?" এখন আপনি যদি ভীত হয়ে বলে দেন যে, **আল্লাহ্ পাকের** নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বলেছি, তাতে হয়ত প্রশ্নকারী চুপ হয়ে যাবেন, কিন্তু একবার ভেবে দেখবেন কি! 'আমি দুই বার হজ্ব করেছি' এই কথাটি বলার সময় কি আপনার মনে **আল্লাহ্ পাকের** নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কথা বিদ্যমান ছিলো? যদি থেকে থাকে, তা হলে তো ভাল। অন্যথায় মিথ্যা বলার গুনাহের আপদ আপনার মাথায় চড়ে বসল। 'মনে এক আর মুখে আরেক' এর কারণে নিফাক (কপটতা) তাছাড়া কথাটি বলার সময় مَعَاذَ الله (**আল্লাহ্**র পানাহ!) আপনার

www.dawateislami.net

মনে যদি রিয়া কিংবা লোকদেখানো মনোভাব কাজ করে থাকে, তাহলে সেই রিয়ার আমলটিকে নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তো 'রিয়ার উপর রিয়া'র অভিযোগ আরো বেড়ে গেলো। মাদানী আবেদন যে, মুখে কুফ্‌লে মদীনা লাগানোর চেষ্টা করুন। কেননা, বাহ্যিকভাবে সাধারণ মনে হওয়া মুখের অনেক ভুল বাক্যও জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে!

দুইটি হজ্ব নষ্ট করে দিলো

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোথাও দাওয়াতে গিয়েছিলেন, ঘরের মালিক তার খাদেমকে বললো: "সেই পাত্রগুলোতে খাবার দেবে, যা আমি দ্বিতীয়বার হজ্ব থেকে এনেছিলাম।"। এ কথা শুনে হযরত সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "মিসকিন! তুমি একটি বাক্যতেই দুইটি হজ্ব নষ্ট করে দিলে!" (আহসানুল বিয়া লিআদাবিদ দোয়া, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

আতা কর দেয় ইখলাস কি মুঝ কো নেয়ামত,
না নজদিক আয়ে রিয়া ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেকী গোপন রাখো

বিনা প্রয়োজনে নিজের হজ্ব ও ওমরার সংখ্যা, তিলাওয়াতকৃত কোরআনে পাক দরূদে পাক এবং অন্যান্য ওযীফা পাঠের সংখ্যা বর্ণনাকারীদের জন্য চিন্তা করার সময় এসেছে, (ইখলাস প্রত্যাশী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বয়ান 'নেকীয়াঁ চুপাও' এর অডিও ক্যাসেট সংগ্রহ করে শুনুন)। বিনা প্রয়োজনে যারা নিজেকে হাজী, ক্বারী, হাফেজ বলে বা লিখে থাকেন, তাদেরও চিন্তা করা উচিত যে, এই হজ্ব, কিরাত শিখা এবং কোরআন হিফজ করার সৌভাগ্যকে ঘোষণা দিয়ে তারা কী পেতে চান? তবে হ্যাঁ, লোকেরা যদি নিজেদের ইচ্ছায় তাদেরকে হাজী সাহেব, ক্বারী সাহেব বা হাফেজ সাহেব বলে থাকে, তা হলে

www.dawateislami.net

কোন অসুবিধা নাই। অবশ্য বুযুর্গদের হজ্বের সংখ্যার ব্যাপারও একই যে, হয়ত তাঁদের খাদেমগণ তাঁদের হজ্বের সংখ্যা বর্ণনা করেছেন কিংবা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজের মুখেই বলেছেন। পুরোপুরি একনিষ্ঠতার প্রতিচ্ছবি বান্দাদের নিয়্যত কখনো নাম অর্জনের জন্য কিংবা সুখ্যাতি অর্জনের জন্য হয় না। এখানে একটি কথা বলে রাখতে চাই যে, কোন হাজী যদি নিজের হজ্বের সংখ্যা বলেও থাকে, তবু তাকে রিয়াকার বলার অনুমতি আমাদের নাই। কেননা, অন্তরের খবর শুধু **আল্লাহ্ পাকই** জানেন। আমাদের উচিত সু-ধারণা পোষণ করা।

(৭৭) এক বুযুর্গের শয়তানের সাথে কথোপকথন

এক বুযুর্গ হজ্বের দিন আরাফাত শরীফের ময়দানে মানুষের রূপে শয়তানকে খুবই দুর্বল ও মলিন চেহারা অবস্থায় দেখতে পেলেন, তার পিঠ ভেঙে গেছে এবং কান্না করছে। বুযুর্গটি জিজ্ঞাসা করলে সে তার কান্নার কারণ এভাবে ব্যক্ত করলো: যেহেতু এখানে হাজ্বীরা **আল্লাহ্ পাক**কে সন্তুষ্ট করার জন্য একত্রিত হয়েছেন, তাই **আল্লাহ্ পাক** তাদেরকে নিরাশ করবেন না, আমার ভয় হচ্ছে যে, সবাইকেই না ক্ষমা করে দেওয়া হয়! সে **আল্লাহ্ পাকের** পথে মুসাফিরদের ঘোড়াগুলোর হনহনিয়ে চলাকে নিজের দূর্বলতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করলো, আর সে আফসোস করতে গিয়ে বললো: আরে এসব (অর্থাৎ **আল্লাহ্ পাকের** রাস্তার মুসাফির) যদি আমার পছন্দনীয় পথের (অর্থাৎ উদাসীনতা আর গুনাহের পথের) হত তাহলে তবে খুবই ভাল হতো। মলিন বর্ণের হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে সে ইবাদতের জন্য মুসাফিরদের একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করাকে উল্লেখ করলো। বুযুর্গটি যখন তার নিকট জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কোমর কেন ভেঙে গেছে? উত্তরে সে বললো: বান্দা যখন **আল্লাহ্ পাকের** দরবারে দোয়া করে: **"হে আল্লাহ্!** তুমি আমাকে মঙ্গলময় মৃত্যু দান করো।" তখন আমার বড়ই আঘাত লাগে এবং তখন আমার ইচ্ছা জাগে যে, সে যেন তার নেক আমলগুলোকে "কিছু একটা"

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ বড় কৃতিত্ব) বলে মনে করে, এর কারণে অহংকার করে এবং গর্বিত হয়, যেন ধ্বংস হয়ে যায়। আমি এই ভয় করি যে, সে যদি এটা বুঝে নেয় যে, নিজের আমল নিয়ে গর্ব করা উচিৎ নয়, বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ্ পাকের** রহমতের উপরই দৃষ্টি রেখে বিনয় ভাব পোষণ করে থাকাই উচিৎ।"

(ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭৮) উচ্চ মর্যাদার আকাঙ্ক্ষীকে তিরস্কার

এক বুযুর্গ বলেন: "পবিত্র মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে আমি এক খচ্চর আরোহী দেখতে পেলাম। কয়েকজন গোলাম 'সরে যাও, সরে যাও' আওয়াজ করে তার সামনে থেকে লোকজনকে সরিয়ে দিচ্ছিল। কিছুদিন পর সেই ব্যক্তিটিকে আমি বাগদাদে লম্বা চুল, খালি পা এবং দুঃখ-ভারাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "**আল্লাহ্ পাক** তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?" সে উত্তরে বললো: "আমি এমন স্থানে (পবিত্র মক্কা শরীফে) উচ্চ মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করেছি, যেখানে লোকেরা 'বিনয়' করে! তাই **আল্লাহ্ পাক** আমাকে এমন জায়গায় এনে তিরস্কৃত করেছেন, যেখানে লোক উচ্চ মর্যাদা লাভ করে।"

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

উয়হি সর বর সরে মাহশর বুলন্দি পায়েগা জো সর,
ইহাঁ দুনিয়া মেঁ উন কে আস্তানে পর ঝুকা হোগা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭৯) হজ্ব করার আকাঙ্ক্ষা ছিলো, কিন্তু পাথেয় ছিলো না

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এক বার নিজের গোলাম মুযাহিমকে বললেন: "আমার হজ্ব করার ইচ্ছা, তোমার নিকট কোন টাকা পয়সা হবে?" তিনি বললেন: "দশ দীনারের কিছু বেশি হতে পারে।"

www.dawateislami.net

বললেন: "এই সামান্য টাকা দিয়ে হজ্ব কী ভাবে হবে?" কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মুযাহিম বললেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি হজ্বের প্রস্তুতি নিন, বনু মারওয়ানের সম্পদ থেকে আমি সতের (১৭) হাজার দীনার (স্বর্ণের আশরাফী) পেয়েছি।" তিনি বললেন: "সেগুলো বাইতুল মালে জমা করিয়ে দাও। এগুলো যদি হালালের হয়ে থাকে, তাহলে প্রয়োজনানুযায়ী নেব আর যদি হারামের হয়ে থাকে, তাহলে আমার সেগুলোর প্রয়োজন নাই।" মুযাহিম বলেন: "আমীরুল মুমিনীন যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর কথাটি আমার ভাল লাগেনি, তখন তিনি বললেন: "দেখ মুযাহিম! আমি যে কাজ **আল্লাহ্ পাকের** জন্যে করি, তুমি সেটিকে কখনো অশোভন মনে করো না, আমার নফস উন্নতিকে পছন্দ করে, বরং ভাল থেকে ভালো বিষয়ের আকাংখী। এই নফসের যদি কোন মর্যাদা অর্জিত হয়, সাথে সাথে আরো উন্নত মর্যাদা অর্জনের চেষ্টায় লেগে পড়ে, দুনিয়ার সকল বড় পদের চেয়ে বড় পদ হলো খেলাফত, যা আমার নফসের অর্জিত হয়ে গেছে আর এখন এটি শুধু জান্নাতের প্রত্যাশী।" (সীরাতে ওমর বিন আবদিল আযীয লি ইবনে আবদিল হাকাম, ৫৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আখেরী ওমর হে কিয়া রওনকে দুনিয়া দেখোঁ,
আব ফকত এক হি ধুন হে কেহ্ মদীনা দেখোঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কাহিনীটিতে সেসব লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, যারা ঘুষ, সূদ, জুয়া ও ব্যবসায় প্রতারণা এবং মিথ্যাচারের ন্যায় না-জায়েয উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে, আর সেই সম্পদ দ্বারা হজ্ব করে মনে করে যে, আমি অনেক বড় সাফল্য অর্জন করে নিয়েছি। সাবধান! এটি মোটেও সাফল্য নয়, বরং "চোরের মায়ের বড় গলা" এর ন্যায় এবং এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ নিয়ে হজ্বে গমন করে এবং সে যখন 'لَبَّيْك' বলে, তখন **আল্লাহ্**

www.dawateislami.net

পাক সেই ব্যক্তিটিকে বলেন: "তোমার লাব্বাইক কবুল হলো না, তোমার খেদমত মঞ্জুর হলো না এবং তোমার হজ্ব তোমার মুখের উপর ছুড়ে মারা হলো। যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি এই হারাম সম্পদগুলো যা তোমার আয়ত্তে রয়েছে তা হকদারের নিকট ফিরিয়ে দাও।"

(আত তাজকিরাতু ফিল ওয়জ লি ইবনে জওযী, ১২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮০) সর্বজন প্রিয় খলিফা

প্রত্যেকের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং সর্বজনপ্রিয় হতে পারাও একটি বড় নেয়ামত, সুন্দর চরিত্র ও ন্যায়-নীতির বদৌলতে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তা অর্জিত হয়ে ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার হজ্বের মৌসুমে যখন আরাফাতের ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি সকলের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেলেন। হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন আবি সালিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও সেই জনসমুদ্রে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁর পিতাকে বললেন: "**আল্লাহ্**র কসম! আমার মনে হয়, **আল্লাহ্ পাক** ওমর বিন আব্দুল আযীযকে ভালবাসেন।" পিতা তাঁর নিকট প্রমাণ চাইলে তিনি বললেন: "মানুষের অন্তরে তাঁর বড়ই মর্যাদা ও সম্মান দেখা যাচ্ছে। অতঃপর এই হাদীস শরীফটি বর্ণনা করলেন যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ্ পাক** যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন জিব্রাঈল (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) কে ইরশাদ করেন: "আমি অমুক বান্দটিকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাসো।" অতএব, জিব্রাঈলও (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) তাঁকে ভালবাসেন। অতঃপর আসমানবাসীদের ঘোষনা করেন যে, **আল্লাহ্ পাক** অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাঁকে ভালবাসো। অতএব, আসমানবাসীরাও তাঁকে ভালবাসতে থাকে। অতঃপর **আল্লাহ্ পাক** সেই বান্দাকে দুনিয়ায় সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য বানিয়ে দেন।"

(তারিখে দামেশক, ৪৫তম খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উহ কেহ্ ইস দর কা হুয়া খলকে খোদা উস কি হুয়ি,
উহ কেহ্ ইস দর সে ফেরা আল্লাহ্ উস সে ফের গেয়া।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮১) বোরকা পরিহিতা গ্রাম্য মহিলা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩০৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত '**পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর**' নামক কিতাবের ২৬৩ থেকে ২৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: "হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই খোদাভীরু ও পরহেযগার এবং অপরূপ সুদর্শন যুবক ছিলেন। একবার হজ্জের সফরে "আবওয়াহ" নামক স্থানে তিনি একা তাবুতে অবস্থান করছিলেন। তার সফরসঙ্গী খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য বাইরে গিয়েছিলেন, হঠাৎ এক বোরকা পরিহিতা গ্রাম্য মহিলা তার তাবুতে প্রবেশ করলো এবং সে তার চেহারার পর্দা উঠিয়ে দিলো! তার সৌন্দর্য্য খুবই ফিতনা সৃষ্টিকারী ছিলো। সেই মহিলাটি বলতে লাগলো: আমাকে কিছু দান করুন। তিনি মনে করলেন যে, সম্ভবত রুটির আবেদন করছে। তখন সেই মহিলাটি বলতে লাগলো: একজন স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে যা কামনা করে আমিও তাই কামনা করছি, এ কথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খোদাভীরুতায় কাঁপতে লাগলেন। "আমার কাছে তোকে শয়তান পাঠিয়েছে" এতটুকু বলার পর তিনি নিজের মাথাকে হাটুর উপরে রাখলেন ও উচ্চ আওয়াজে কাঁদতে লাগলেন, এ অবস্থা দেখে বোরকা পরিহিতা গ্রাম্য মহিলাটি অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি তাবু থেকে বের হয়ে গেলো। যখন তার সফরসঙ্গী ফিরে আসলো এবং দেখলো যে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কেঁদে কেঁদে তাঁর চোখগুলো ফুলিয়ে দিয়েছেন এবং গলার আওয়াজ বসিয়ে দিয়েছেন। তখন সে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

www.dawateislami.net

প্রথমে গড়িমসি করতে লাগলেন কিন্তু বন্ধুর বার বার জিজ্ঞাসার কারণে সত্যি ঘটনা প্রকাশ করলেন। তখন সেও কাঁদতে লাগলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "তুমি কেন কান্না করছো?" সে বললো: "আমার তো আরও অধিক পরিমানে কান্না করা উচিত। কেননা, যদি আপনার পরিবর্তে আমি হতাম, তাহলে সম্ভবত ধৈর্যধারন করতে পারতাম না (অর্থাৎ সম্ভবত গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতাম)।" অতঃপর উভয়ে কাঁদতে কাঁদতে মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا পৌঁছে গেলেন। তাওয়াফ ও সাঈ ইত্যাদি করার পর হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাজরে আসওয়াদের পাশে আসলেন এবং চাদর দিয়ে উভয় হাঁটু বেঁধে বসে গেলেন। ততক্ষনাৎ ঘুম তাকে ঘিরে নিলো এবং স্বপ্নের দুনিয়ায় চলে গেলেন। (স্বপ্নে) এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের অধিকারি, সুগন্ধিযুক্ত সুন্দর পোশাক পরিহিত দীর্ঘ উচ্চতার একজন বুযুর্গকে দেখলেন। হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি কে?" উত্তর দিলেন: "আমি (**আল্লাহ্**র নবী) ইউসুফ (عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام)" তখন তিনি বললেন: "ইয়া **নবীআল্লাহ্!** জুলেখার সাথে আপনার ঘটনাটি খুবই বিস্ময়কর।" তখন ইউসুফ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: "আবওয়া নামক স্থানে গ্রাম্য মহিলার সাথে সংগঠিত আপনার ঘটনাটিও বড়ই বিস্ময়কর।" (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আপনারা দেখলেন তো! হজ্বের সফরে শয়তান কীভাবে হাজীদেরকে গুনাহের ফাঁদে ফেলার ব্যবস্থা করে থাকে। কিন্তু কোরবান হয়ে যান সেই আশিকে রাসূলের পবিত্র চরিত্রের প্রতি। কেননা, তাঁরা শয়তানের যে কোন আক্রমণকে ব্যর্থ ও বিফল বানিয়ে দেন। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা সোলায়মান বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজে থেকে আসা বোরকা পরিহিতা গ্রাম্য মহিলাটিকে কীভাবে পরাস্ত করলেন, বরং তিনি খোদাভীরুতায় কান্না-কাটি

www.dawateislami.net

আরম্ভ করে দিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিজেই স্বপ্নে এসে তাঁকে বাহবা দিয়েছেন। মোট কথা, দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল তাতেই নিহিত রয়েছে যে, বিপরীত লিঙ্গ (অর্থাৎ পুরুষ নারীকে আর নারী পুরুষকে) যতই লোভে ফেলার চেষ্টা করুক না কেন এবং গুনাহের দিকে আহবান করুক না কেন, কিন্তু মানুষের উচিত কখনো যেন শয়তানের প্রতারণায় প্রভাবিত না হয়, যে কোন অবস্থায় যেন তার আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করে।

আখেরী ওমর হে কিয়া রওনকে দুনিয়া দেখোঁ,
আব ফকত এক হি ধুন হে কেহ্ মদীনা দেখোঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮২) অতিমাত্রায় ক্রন্দনকারী হাজী

হযরত সায়্যিদুনা মুখাওয়াল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা বুহাইম ইজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে বললেন: "আমার হজ্বে যাবার ইচ্ছা রয়েছে, কাউকে আমার সফরসঙ্গী বানিয়ে দিন।" অতএব, আমি আমার এক প্রতিবেশীকে তাঁর সাথে সফরে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করলাম। পরের দিন আমার সেই প্রতিবেশীটি আমার কাছে এলো এবং বললো: "আমি সায়্যিদুনা বুহাইমের সাথে যেতে পারবো না।" আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: "**আল্লাহ্**র কসম! আমি পুরো কুফায় তাঁর ন্যায় একজন চরিত্রবান লোক দেখিনি, কী কারণে তুমি তাঁর সাথে সফরে যাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে চাও?" সে বললো: "আমি শুনেছি যে, তিনি কিনা অধিকাংশ সময় কান্না করতে থাকেন, তাই তাঁর সাথে সফর করা আমার জন্য শোভনীয় হবে না।" আমি তাকে বুঝালাম যে, তিনি অনেক মহান এক বুযুর্গ, তাঁর সাথে সফরে গেলে اِنْ شَآءَ الله তুমি অনেক উপকৃত হবে।" সে এবার রাজি হলো, সফরের জন্য উটের উপর যখন মালামাল উঠানো হচ্ছিল তখন হযরত সায়্যিদুনা বুহাইম ইজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি দেওয়ালের পাশে বসে কান্না জুড়ে দিলেন, তাঁর দাঁড়ি

www.dawateislami.net

মোবারক এবং বুক চোখের পানিতে ভিজে গেলো আর টপ টপ করে অশ্রুর ফোঁটা মাটিতে পড়তে লাগলো। আমার সেই প্রতিবেশীটি ভীত হয়ে আমাকে বললো: "এখনো তো সফরের শুরু মাত্র এবং তাঁর এই অবস্থা, **আল্লাহ্ তায়ালাই** জানেন সামনে কী ঘটে!" আমি তাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে বললাম: "ভয় পেয়ো না, সফরের বিষয়, হতে পারে, তিনি পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির বিরহে কান্না করছেন এবং কিছুক্ষণ পর ঠিক হয়ে যাবে।" হযরত সায়্যিদুনা বুহাইম ইজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ কথাটি শুনলেন আর বললেন: "**আল্লাহ্**র কসম! এমন কিছু নয়, এই সফরের কারণে আমার "আখিরাতের সফরে"র কথা স্মরণে এসে গেছে।" এ কথা বলেই তিনি আরো জোরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। প্রতিবেশীটি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে আমাকে বললো: "আমি তাঁর সাথে কীভাবে থাকতে পারি? হ্যাঁ, তাঁর সফর হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ তাঈ এবং সায়্যিদুনা সালাম আবুল আহওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর সাথেই হওয়া উচিত। কেননা, তাঁরা দুইজনও খুবই কান্না করেন, তাঁদের সাথে তাঁর সফর মিলবে ভাল, তিনজন মিলে খুব কাঁদতে পারবেন।" আমি আবারও প্রতিবেশীটিকে সাহস যোগালাম আর অবশেষে সে তাঁর সাথে মদীনার সফরে রওয়ানা হয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা মুখাওয়াল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যখন হজ্ব থেকে তারা ফিরে আসেন, আমি তখন আমার প্রতিবেশী হাজীটির নিকট গেলাম, তখন সে আমাকে বললো: "**আল্লাহ্ পাক** আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক, তাঁর মতো একটি মানুষ আমি আর কোথাও দেখিনি, অথচ আমি ছিলাম সচ্চল, তা সত্ত্বেও তিনি গরীব হয়েও আমার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেছেন, বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখতেন আর আমার মতো রোযা না রাখা যুবকের জন্য খাবার তৈরি করতেন আর তিনি আমার অনেক সেবা করেছেন।" আমি বললাম: "আপনি তো তাঁর কান্নার কারণে চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন, এখন কী মনে হয়?" বললো: "প্রথমদিকে আমি সহ কাফেলার অন্যান্য লোকেরাও তাঁর কান্নার আধিক্যের কারণে ভয় পেয়ে যেতাম, কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর সাথে থাকতে থাকতে আমাদের মাঝেও কান্নার

www.dawateislami.net

ভাব আসতে থাকে এবং তাঁর সাথে সাথে আমরাও কাঁদতাম।" হযরত সায়্যিদুনা মুখাওয়াল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "এরপর আমি হযরত সায়্যিদুনা বুহাইম ইজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম আর আমার সেই প্রতিবেশীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: "অত্যন্ত ভাল সফর সঙ্গী ছিলেন তিনি। তিনি অধিকহারে **আল্লাহ্ পাকের** যিকির আর কোরআন শরীফের তিলাওয়াত করতেন। তার চোখের পানি অতি অল্প সময়েই গড়িয়ে পড়তো। **আল্লাহ্ পাক** তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।"

(আল বাহরুল আমীক, ১ম খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়াদে নবীয়ে পাক মেঁ রোয়ে জো ওমর ভর,
মাওলা মুঝে তালাশ উসি চশমে তর কি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮৩) হাজীদেরকে আশ্চর্যজনক সহযোগিতা

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হজ্বে যাবার ইচ্ছা করলে কয়েক জন আশিকে রাসূলও তাঁর সাথে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি সকলের কাছে থেকে খরচাদি নিয়ে একটি সিন্দুকে রেখে নিজের হেফাযতে রাখলেন, অতঃপর নিজের পকেট থেকে সকলের জন্য বাহন ভাড়া করলেন এবং কাফেলা পবিত্র হেরেম শরীফের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো, কাফেলার সকলের জন্য তিনি নিজের বিশেষ ফান্ড থেকে উন্নতমানের খাবার খাওয়াতে থাকেন। কাফেলা যখন বাগদাদ শরীফ গিয়ে পৌঁছাল তখন তিনি সকলের জন্য উন্নত মানের পোশাক সহ অধিক পরিমাণে খাবার কিনে নিলেন। কাফেলা অনেক পথ অতিক্রম করে অবশেষে মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا গিয়ে উপস্থিত হলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রত্যেক সফরসঙ্গীকে তাঁদের পরিবারের ইচ্ছা অনুযায়ী মদীনা

www.dawateislami.net

শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনে দিলেন। এরপর কাফেলা মক্কায়ে মুকাররামা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর নূরানী পরিবেশে প্রবেশ করলো এবং হজ্বের আনুষ্ঠিকতা সম্পন্ন করলেন। হজ্বের পর এখান থেকেও তিনি সকলের জন্য তাবাররুক ইত্যাদি কিনে দিলেন। স্বদেশ ফেরার সময়েও আশিকানে রাসূলের জন্য তিনি মন খুলে ব্যয় করলেন। কাফেলা যখন স্বদেশে পৌঁছে গেলো তখন তিনি প্রত্যেকের ঘরগুলোর উপর প্রয়োজনীয় প্লাস্টার করিয়ে রঙ করে দিলেন। তিনদিন পর তিনি তাঁর কাফেলার সকল হাজীদের দাওয়াত করলেন আর প্রত্যেককে তিনি উন্নতমানের পোশাক উপহার দিলেন, সকলে যখন খেয়ে নিলেন, তিনি তখন সিন্দুকটি এনে খুললেন এবং প্রত্যেক হাজীকে তাঁদের দেওয়া টাকাগুলো যেভাবে ছিলো সেভাবে ফিরিয়ে দিলেন।”

(উয়ূনুল হিকায়াত, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ধারে চলতে হেঁ আতা কে উহ হে কতরা তেরা,
তা-রে খিলতে হেঁ সাখা কে উহ হে যররা তেরা। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮৪) পবিত্র হেরেমের সফরকালে ইমাম শাফেয়ীর দানশীলতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের আউলিয়ায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام দানশীলতা ছিলো অতুলনীয়। হবেই বা না কেন! **আল্লাহ্ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **“আল্লাহ্ পাক** তাঁর প্রত্যেক অলীকে উন্নত চরিত্র ও দানশীলতার গুণাবলী দান করেছেন।” (তারিখে মদীনা দামেশক, ৫৪তম খন্ড, ৪৭২ পৃষ্ঠা) বর্ণিত আছে; হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه যখন ইয়ামেনের ‘সানআ’ শহর থেকে পবিত্র মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا আগমন করলেন, তখন তাঁর নিকট দশ হাজার

www.dawateislami.net

দিরহাম ছিলো। তিনি মক্কা শরীফের বাইরে তাঁবু গাড়লেন এবং একটি চাদর বিছিয়ে সব দিরহাম সেখানে ছড়িয়ে দিলেন, যেই আসতো তাকে মুষ্টি ভরে দান করতেন, যখন যোহরের নামায আদায় করে নিলেন তখন সেই চাদরখানি ঝেড়ে নিলেন, চাদরে একটি দিরহামও অবশিষ্ট ছিলো না।"

(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা)

হাত উঠা কর এক টুক'ড়া আয় করীম! হেঁ সখী কে মাল মেঁ হকদার হাম।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮৫) আমি কেন কান্না করবো না?

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হজ্বের উদ্দেশ্যে যখন মক্কা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا গমন করলেন এবং মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বাইতুল্লাহ্ শরীফকে দেখেই কান্না জুড়ে দিলেন, এমনকি কান্না করতে করতে তাঁর আওয়াজ বৃদ্ধি পেয়ে গেলো। কেউ বললো: "জনাব! সবার দৃষ্টি আপনার দিকে লেগে আছে, এভাবে উচ্চ স্বরে কাঁদবেন না!" তিনি বললেন: "আমি কেন কান্না করব না! হয়ত **আল্লাহ্ পাক** আমার কান্নার কারণে আমার উপর রহমতের দৃষ্টি দান করবেন আর আমি কিয়ামতের দিন **তাঁর** দরবারে কামিয়াব হয়ে যাব।" অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাওয়াফ করলেন: "মকামে ইব্রাহীমে' নামায আদায় করলেন, যখন সিজদা থেকে মাথা উঠালেন, দেখা গেলো সিজদার স্থানটি চোখের পানিতে ভিজে গেছে। (রওজুর রিয়াহীন, ১১৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আরে যায়িরে মদীনা! তো খুশি সে হাঁচ রহা হে,
দিলে গমজাদা জু পাতা তো কুছ অওর বাত হোতি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮৬) "لَبَّيْك" বলতেই বেহুশ হয়ে গেলেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ যখন বাইতুল্লার হজ্ব করার ইচ্ছা করলেন এবং ইহরাম পরিধান করলেন, তখন চেহারা মোবারক হলুদ বর্ণের হয়ে গেলো এবং لَبَّيْك বলতে পারছিলেন না। লোকেরা আরয করলো: "আপনি لَبَّيْك পড়ছেন না?" বললেন: "আমার ভয় হয় যে, যদি উত্তরে لَا لَبَّيْك বলে দেয়া হয়!" আরয করা হলো: "ইহরাম পরিধান করার পর لَبَّيْك বলা আবশ্যক।" তিনি (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) لَبَّيْك বলতেই বেহুশ হয়ে বাহন থেকে পড়ে গেলেন এবং হজ্বের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এমনই অবস্থা বিরাজ করছিলো যে, যখনই لَبَّيْك বলতেন বেহুশ হয়ে যেতেন।

(তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খন্ড, ৬৭০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উঙ্গুলিয়াঁ কানোঁ মেঁ দেয় দেয় কে সুনা করতে হেঁ,
খলওয়াতে দিল মেঁ আজব শোর হে বরপা তেরা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮৭) বিকলাঙ্গ হাজী

হযরত সায়্যিদুনা শকিক বলখী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি মক্কায়ে মুকাররমার زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا রাস্তায় এক বিকলাঙ্গ হাজীকে দেখলাম যে হেঁচড়িয়ে চলছিলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনি কোথা থেকে এসেছেন?" তিনি বললেন: "সমরকন্দ থেকে।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম: "কতদিন হয় সেখান থেকে রওয়ানা হয়েছেন?" উত্তরে বললেন: "দশ বৎসরেরও বেশি হয়ে গেছে।" আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে তাঁকে দেখতে থাকলাম, এতে তিনি বললেন: "হে শকিক (رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ)! এভাবে কী দেখছেন?" আমি বললাম: "আপনার দুর্বলতা আর সুদীর্ঘ সফর আমাকে আশ্চার্য করে দিয়েছে।" তিনি বললেন: "হে শকিক! সফরের দুরত্বকে আমার মুহাব্বতই কমিয়ে দিয়েছে আর আমার দুর্বলতার সাহায্যকারী আমার **মাওলা**

www.dawateislami.net

(আল্লাহ্) তায়ালাই। হে শকিক! তুমি এক দুর্বল বান্দার প্রতি আশ্চর্য হচ্ছো! তাকে তো তার মালিকই চালাচ্ছেন!

না তাওয়ানী কা আলম হাম জুয়াফা কো কিয়া হো!
হাত পাকড়ে হুয়ে মাওলা কি তাওয়ানাঈ হে। (যওকে নাত)

অতঃপর তিনি আরবি কবিতার দুইটি লাইন পাঠ করলেন, যার অনুবাদ হলো: **(১)** হে আমার **মাওলা তায়ালা**! আমি তোমার যিয়ারতের জন্য আসছি আর মুহাব্বতের স্তরগুলো বড়ই কঠিন, কিন্তু মুহাব্বত সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করে, যার সম্পদ সাহায্য করে না। **(২)** সে কখনোই সত্যিকার মুহাব্বতকারী নয়, যার পথের ধ্বংসযজ্ঞতার ভয় থাকে এবং সেও সত্যিকার মুহাব্বতকারী নয়, যাকে পথের ভয়াবহতা আটকে দেয়।" (রওজুর রিয়াহীন, ১২০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হাম তো আপনে সায়ে মেঁ আরাম হি সে লায়ে,
হীলে বাহানে ওয়ালোঁ কো ইয়ে রাহ ডর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮৮) কোরবানীর ঈদে প্রাণ কোরবান করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা মালেক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি একটি কাফেলার সাথে বাইতুল্লাহ্ শরীফে হজ্বের জন্য যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে এক যুবক হাজীকে দেখলাম, যে পাথেয় ছাড়াই পায়ে হেটে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনি উত্তর দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "হে যুবক! কোথা হতে আসছেন?" তিনি উত্তর দিলেন: "**তাঁর** (অর্থাৎ **আল্লাহ্ পাকের)** কাছ থেকে।" জিজ্ঞাসা করলাম: "কোথায় যাচ্ছেন?" বললেন: "**তাঁর** (অর্থাৎ **আল্লাহ্ পাকের)** নিকট।" জিজ্ঞাসা করলাম: "পাথেয় (অর্থাৎ সফরের মালামাল) কোথায়?" বললেন: "**তাঁর** (অর্থাৎ **আল্লাহ্ পাকের)** দয়াময় দায়িত্বে।" আমি বললাম: "এই দীর্ঘ পথ বিনা আহারে অতিক্রম করা যাবে না, আপনার নিকট কি কিছু আছে?" বললেন: "জি হ্যাঁ, আমি ঘর থেকে বের

www.dawateislami.net

হওয়ার সময় পাচঁটি অক্ষর পাথেয় হিসাবে নিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম: "সেই পাঁচটি অক্ষর কি?" তিনি বললেন: "**আল্লাহ্ পাকের** এই বাণী: كٓهٰيٰعٓصٓ।" জিজ্ঞাসা করলাম: "এই অক্ষর দ্বারা কি উদ্দেশ্য?" বললেন: كاف দ্বারা "كَافِى" অর্থাৎ যথেষ্ট, ها দ্বারা "هَادِى" অর্থাৎ হেদায়তকারী, يا দ্বারা আশ্রয়দাতা, عين দ্বারা "عَالِم" অর্থাৎ জ্ঞানী, صاد দ্বারা "صَادِق" সত্যবাদী, এবং যার সঙ্গী একাধারে যথেষ্ট, হেদায়তকারী, আশ্রয়দাতা, জ্ঞানী ও সত্যবাদী হয়, সে কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা চিন্তাগ্রস্থ হতে পারে এবং তার কি প্রয়োজন যে, পাথেয় এবং পানি নিয়ে ঘুরবে!" হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সেই হাজীর কথা শুনে আমি তাকে নিজের পোশাক পেশ করলাম। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললেন: "হে জনাব! দুনিয়ার পোশাকের চেয়ে উলঙ্গ থাকাই শ্রেয়। কেননা, দুনিয়ার হালাল জিনিষের হিসাব এবং হারাম জিনিষের জন্য আযাব রয়েছে।" যখন রাতের অন্ধকার ছেয়ে গেলো তখন সেই হাজী আকাশের দিকে মুখ উঠালেন এবং এভাবে 'মুনাজাত' করতে লাগলেন: "হে মহান সত্ত্বা! যিনি বান্দার আনুগত্যে খুশি হয় এবং বান্দার গুনাহ যার কোন ক্ষতি করে না, আমাকে সেই বস্তুটি অর্থাৎ ইবাদত দান করো, যাতে তুমি খুশি হও আর সেই বস্তু অর্থাৎ গুনাহ ক্ষমা করে দাও, যা দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি নাই।" যখন লোকেরা ইহরাম বেঁধে 'لَبَّيْك' বললেন, তখন তিনি নীরব ছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনি لَبَّيْك বলছেন না কেন?" তিনি বললেন: "আমার ভয় হচ্ছে যে, আমি বলবো: لَبَّيْك আর **তিনি (আল্লাহ্ তায়ালা)** ইরশাদ করবেন:

"لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ وَلَا اَسْمَعُ كَلَامَكَ وَلَا اَنْظُرُ اِلَيْكَ" অর্থাৎ তোমার لَبَّيْك কবুল হলো না এবং না তোমার سَعْدَيْك এবং না আমি তোমার কথা শুনব আর না আমি তোমার দিকে তাকাবো।" অতঃপর তিনি চলে গেলেন, আমি পরবর্তীতে সেই হাজীকে পথে কোথাও দেখিনি, অবশেষে মিনা শরীফে তাঁকে দেখলাম, তখন তিনি কিছু আরবি কবিতা পাঠ করছিলেন। যার অনুবাদ হচ্ছে: **(১)**

www.dawateislami.net

নিশ্চয় সেই প্রিয়জন যার নিকট আমার রক্তপাত পছন্দনীয় তবে আমার রক্ত তাঁর জন্য বৈধ, হেরেমেও হেরেমের বাইরেও **(২) আল্লাহ্**র কসম! যদি আমার আত্মা জানতে পারে যে, সে কোন পবিত্র সত্ত্বাকে ভালবাসে তবে সে পায়ের স্থলে মাথার উপর দাঁড়িয়ে যাবে (৩) হে গালমন্দকারী! **তাঁর** মুহাব্বতের কারণে আমাকে গালমন্দ করিও না যে, যদি তুমি তা দেখতে পাও, যা আমি দেখতে পাচ্ছি, তবে তুমি কখনো আমাকে গালমন্দ করবে না, **(৪)** মানুষেরা ঈদের দিনে ছাগল, ভেড়া, আর উট কোরবানী করে আর মুহাব্বতকারী সেই দিনে আমাকেই কোরবানী করেছেন, **(৫)** মানুষের হজ্ব হয়ে গেছে আর আমার হজ্ব হলো আমার প্রেমিকের নিকট গমন করা। সকলে কোরবানীর হাদিয়া পেশ করেছে, আর আমি নিজের প্রাণ এবং নিজের রক্তের কোরবানির উপহার পেশ করেছি।

কবিতা পাঠ করার পর তিনি কেঁদে কেঁদে আরয করলেন: **"হে আল্লাহ্!** লোকেরা কোরবানি করেছে এবং তোমার নৈকট্য অর্জন করেছে আর আমার নিকট তো কিছুই নেই যার মাধ্যমে তোমার নৈকট্য অর্জন করবো, শুধুমাত্র নিজের প্রাণ ছাড়া, তাই এটিই তোমার দরবারে পেশ করলাম, তুমি তা কবুল করে নাও।" এ কথা বলেই সেই হাজী একটি চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তাঁর প্রাণ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "তখনই অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ আসলো: "তিনি **আল্লাহ্ পাকের** প্রেমিক, যে ইশ্‌কে **ইলাহী**র তলোয়ার দ্বারা খুন হয়েছেন।" অতঃপর আমি সেই সৌভাগ্যবান হাজীর কাফন ও দাফন করলাম।" (রওজুর রিয়াহীন, ৯৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কিয়া নজর করোঁ পেয়ারে! শেয় কোন সি মেরি হে,
ইয়ে রূহ ভি তেরি হে, ইয়ে জান ভি তেরি হে।

www.dawateislami.net

(৮৯) রহস্যময় হাজী

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি আরাফাতের ময়দানে এক হাজী সাহেবকে দেখলাম, যিনি কাঁদতে কাঁদতে এই কবিতার লাইনগুলো পড়ছিলেন। **অনুবাদঃ** (১) সেই **মহান সত্ত্বা** সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র, যদি আমরা আমাদের চোখ দিয়ে কাঁটা কিংবা গরম সুইয়ের উপরও **তাঁর** সিজদা করি তবুও **তাঁর** নেয়ামতের হকের এক দশমাংশ বরং এক দশমাংশেরও এক দশমাংশ, নয় নয়, তারও এক দশমাংশ আদায় হবে না। (২) হে **পবিত্র সত্ত্বা**! আমি কত বার যে অপরাধ করেছি আর কখনো আমার নাফরমানিতে তোমাকে স্মরণ করিনি, কিন্তু হে আমার মালিক! তুমি গোপনে থেকে আমাকে স্মরণ করে যাচ্ছ। (৩) জানি না, কতবার যে গুনাহের সময় মুর্খতার কারণে নিজের গোপনীয়তা ফাঁস করেছি, কিন্তু তুমি সর্বদা আমার উপর দয়া আর অনুগ্রহণ করেছো এবং তুমি তোমার সহিষ্ণুতা দ্বারা আমার গোপনীয়তাকে রক্ষাই করেছো।"

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "অতঃপর তিনি আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি হাজীদের জিজ্ঞাসা করলাম: এই হাজী সাহেবটি কে ছিলেন? তখন কেউ বললেন: ইনি ছিলেন হযরত আবু ওবাইদ খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তাঁর 'খাওয়াস' (গুণাবলী) এর একটি হচ্ছে যে, তিনি সত্তর বৎসর যাবৎ খোদাভীরুতার কারণে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাননি।" (প্রাগুক্ত, ৯৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বে নাওয়া, মুফলিস ও মুহতাজ ও গদা কওন? 'কেহ মেঁ',
ছাহেবে জূদ ও করম ওয়াছফ হে কিস কা? 'তেরা'। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দুনিয়ার জন্য সম্পদ সঞ্চয়কারীগণ নির্বোধ

প্রিয় রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দুনিয়া তার জন্য ঘর যার কোন ঘর নেই, তার জন্য সম্পদ যার কোন সম্পদ নেই, এর জন্য সেই সঞ্চয় করে যার মধ্যে বোধশক্তি নেই।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ২/২৫০, হাদীস: ৫২১১)

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

www.dawateislami.net